২৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫ ...

আশ্রয় ও নিরাপত্তাহীনতায় বেড়ে উঠছে ১৮ লাখ শিশু ॥ এদের ৪২ ভাগই সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন শহরে ভাসমান শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ। আশ্রয় ও নিরাপত্তাহীনতায় বেড়ে ওঠা এসব শিশুর মধ্যে ৪২ ভাগ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এই পরিসংখ্যান জাতীয় সাক্ষরতার হারের চেয়ে অন্তত আট ভাগ বেশি।

এই পথশিশুদের মধ্যে দু' লাখ বাস করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাসহ পাঁচটি প্রধান শহরে। ঢাকায় এদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

ইউনিসেফ ও সমাজসেবা অধিদফতরের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নারীপক্ষ'-এর মাহিন সুলতান সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশু আইন সম্পর্কিত সেমিনারে এক প্রবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেন।

প্রবন্ধে বলা হয়, রাস্তায় জন্মলাভ, আশ্রয়হীনতা, বাড়িতে শারীরিক নির্যাতন, কড়া শাসনের ভীতি, অবৈধ সন্তান হিসাবে সমাজে অবহেলা এবং আশ্রয় ও অনাহার শিশুদের রাস্তায় বসবাস ও জীবন ধারণের অন্যতম কারণ।

সমাজসেবা অধিদফতরের এক জরিপে বলা হয়, পথশিশুদের বেশির ভাগই প্রতিদিন সাত হতে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে মাসে গড়ে মাত্র ৫শ' টাকা আয় করে। আবার অর্ধেক সংখ্যক শিশু প্রতিদিন না খেয়ে থাকে। জরিপ অনুযায়ী পথশিশুদের ৩৩ শতাংশের বয়স নয় হতে ১২ বছর, ২৮ শতাংশের বয়স ১৩ বছরের বেশি, ২৫ শতাংশ পাঁচ হতে আট বছর এবং ১৪ শতাংশের বয়স এক হতে চার বছরের মধ্যে।

লঞ্চ টার্মিনাল, বাস ও রেল স্টেশন এবং ফুটপাথে রাত্রি যাপনকারীদের খুব কম সংখ্যক শিশুই মা-বাবা অথবা পরিবারের সঙ্গ পায়। এই লাখ লাখ শিশু মস্তান, পুলিশ, অপরাধী চক্রসহ অন্যদের দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এদের অনেকেই নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়মিত অনিয়মিত-বিকৃত যৌন চার ও পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য কাজ ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে এ সকল শিশু প্রতিদিন গড়ে ১৫০ টাকা আয় করে। কিন্তু এর সিংহভাগই চলে যায় পুলিশের পকেটে।

প্রবন্ধে বলা হয়, এই ১৮ লাখ শিশুর জন্য নিরাপদ আশ্রয়, স্বাস্থ্য সেবা, পানি, স্যানিটেশন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী প্রয়োজন।

পথশিশুদের বেশি সংখ্যক সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হবার কারণ 'শহরে বসবাস' বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।